FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ কর্মকান্ড

আপি নিউজ বুলেটিন

সংখ্যা ৬৭

সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৬

ভিতরের পাতায় দেখুন

গ্রামীণ নারীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন ২

আপি নিউজ বুলেটিন হচ্ছে আপি প্রকল্পের একটি মাসিক প্রকাশনা।

বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য।

আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (আইএফডিসি) একটি পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থা যার প্রধান কার্যালয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যে। আইএফডিসি'র দর্শন হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে সবল ও সমৃদ্ধিশীল জনগোষ্ঠির জন্য একটি বিশ্ব।

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক:
ইশরাত জাহাঁ
আবাসিক প্রতিনিধি
আইএফডিসি বাংলাদেশ
ইউরেশিয়া ডিভিশন এবং
আপি প্রকল্প সমন্বয়কারী ও
চীফ অফ পার্টি

ডিজাইন এবং লে-আউট:
সৈয়দ আফজাল হোসেন
ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, আপি

চীফ অফ পার্টির বাণী

ফিড দ্য ফিউচার আপি প্রকল্প ছয় বছর পূর্ণ করেছে এবং এটাই আপি বুলেটিনের সর্বশেষ সংখ্যা। আপনারা অনেকেই জানেন, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬-তে আপি'র সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রকল্পের শুরু ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০ থেকে প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছি। আপি প্রকল্পের চীফ অফ পার্টি হিসেবে জনাব গ্রাহাম ডগলাস হান্টার ১৬ ডিসেম্বর, ২০১০ এ যোগদান করেন। তাঁর সময়কালে, জনাব গ্রাহাম অসাধারণ কৃতিত্ব এবং দক্ষতার

সিএসআইএস (CSIS) এর "*Tracking Promises: Analyzing the Impact of Feed the Future Investment in Bangladesh*" *প্রতিবেদনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপি'র চীপ অব পার্টির যোগদান*

ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক সংগঠন "সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজ (সিএসআইএস) তাদের "***Tracking Promises: Analyzing the Impact of Feed the Future Investment in Bangladesh***" প্রতিবেদনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আপি'র চীফ অফ পার্টিকে আমন্ত্রণ জানায়। এ অনুষ্ঠানটি ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়। সিএসআইএস আইএফডিসি'র আপি কর্মকান্ড সহ বাংলাদেশে ইউএসএআইডি'র ফিড দ্য ফিউচার কার্যক্রম মূল্যায়ন করে। ইশরাত জাহাঁ এ অনুষ্ঠানের চার জন প্যানালিষ্টের একজন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইউএসএআইডি'র মিশন ডাইরেক্টর মিস জেনিনা জারুজেলস্কি অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ইশরাত জাহাঁ, আবাসিক প্রতিনিধি, আইএফডিসি বাংলাদেশ এবং চীফ অফ পার্টি, আপি, তার বক্তব্য পেশ করছেন। ছবিতে অন্যান্য প্যানালিষ্টদের মধ্যে আছেন জনাব নাজমুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (বামে), এবং ড. আকতার আহমেদ, চীফ অফ পার্টি, ইফরি (ডানে)।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

সহযোগিতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

IFDC

এই নিউজ বুলেটিনের প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এর মাধ্যমে মার্কিন জনগণের উদার সমর্থনের জন্য। এই প্রকাশনার দায়িত্বে রয়েছে আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (আইএফডিসি)।
এই বুলেটিনে প্রকাশিত তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বা ইউএসএআইডি এর মতাদর্শের প্রতিফলন নয়।

আপি নিউজ বুলেটিন

যোগাযোগ:
ইশরাত জাহাঁ

ঠিকানা:
ঢাকা অফিস:
সড়ক নং ৬২,
বাড়ী নং ৪বি, এপার্টমেন্ট-বি২
গুলশান - ২, ঢাকা -১২১২
বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৯৪২৮৮
৮৮০-২-৫৮৮১৭৩৯১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৪৬১০৯
ওয়েব সাইট:
www.aapi-ifdc.org
www.ifdc.org

বরিশাল অফিস:
"জোহরা"
৮৩৪ (নতুন) পুলিশ লাইন রোড
বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-২১৭৬৫৬৬

যশোর অফিস:
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ) ভবন
৪৬ মুজিব সড়ক
যশোর ৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬০৯৮৬

আপি ব্যাবস্থাপনায়:

ইশরাত জাহাঁ,
প্রকল্প সমন্বয়কারী ও
চীফ অফ পার্টি;

ড. শাহরুখ আহমেদ,
মোঃ ইকবাল হক,
সালেহ আহমেদ,
এ্যাগ্রিকালচার স্পেশালিষ্ট;

ড. বদিরুল ইসলাম,
ফারমিং সিস্টেম স্পেশালিষ্ট;

মাইনুল আহসান,
মৃত্তিকা বিজ্ঞানী;

ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়,
কৃষি প্রকৌশলী;

রাম প্রসাদ ঘোষ,
মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার;

রুবিনা ইসলাম,
জেন্ডার স্পেশালিষ্ট;

সৈয়দ আফজাল মাহমুদ হোসেন,
সিনিয়র এমএন্ডই ও ডাটা
ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট;

এ.এফ.এম. সালেহ চৌধুরী,
চিফ একাউনটেন্ট;

বিষ্ণু রূপ চৌধুরী,
প্রশাসনিক ও ক্রয় কর্মকর্তা

সাথে আপি দলের নেতৃত্ব দেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জনাব গ্রাহাম মিয়ানমারে আইএফডিসি'র নতুন কার্যভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১লা এপ্রিল, ২০১৪ তে আপি প্রকল্প ছেড়ে যান। জনাব গ্রাহাম চলে যাওয়ার পর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আমি আপি'র চীফ অফ পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ করি। আপি'তে জনাব গ্রাহাম প্রতিষ্ঠিত কর্মশক্তি, প্রতিশ্রুতি, নমনীয়তা এবং পেশাদারী আচরণের সর্বোচ্চ মাত্রা বজায় রাখার জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমি জনাব গ্রাহামের অনুসরণে বলছি আমার দীর্ঘ কর্মজীবনের মধ্যে আপিই হচ্ছে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম অভিজ্ঞতা। এ প্রকল্পে একদল কর্মনিষ্ঠ সদস্য উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা এবং একটি অসাধারণ প্রযুক্তি মাঠে কৃষক এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন যা সাদরে সমাদৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জীবন ব্যবস্থায় যখন কোন উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়, তখন সকলের প্রচেষ্টা সার্থক হয়। আমি মনে করি সত্যিই কৃষকদের জীবনে পরিবর্তন আসছে। সেই পরিবর্তনের কাহিণী আমরা আমাদের বুলেটিনে নিয়মিতভাবে নানা প্রতিবেদনে এবং সাফল্য গাঁথায় উপস্থাপন করেছি।

যতদিন আমি আপি'র জন্য কাজ করেছি, আমি জানতাম অসাধারণ সাফল্যের সাথে প্রকল্পটি একদিন সমাপ্ত হবে। এ স্বপ্ন এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে, তবে এটাও ঠিক আপনাদের অশেষ সমর্থন ছাড়া আপি এ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতো না। গত ছয় বছর ধরে আপনারা আমাকে আমার জিজ্ঞাসার চাইতেও বেশি শিখিয়েছেন এবং হয়তো অনেক ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাই করা হয়নি। আমি যথেষ্ঠ সৌভাগ্যবান যে, আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন, বিভিন্ন ধরণের বিষয়ের উপর আপনাদের সাথে কাজ করতে পেরেছি-যা দৈনন্দিন একঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি অমূল্য পাঠ।

আমি আপিতে আমার কাজ নিয়ে অত্যন্ত তৃপ্ত। সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১০ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত চীফ অপারেটিং অফিসার জনাব জন অলগুড (অবঃ) এবং পরবর্তীতে জুলাই ২০১৪ সাল থেকে এশিয়া বিভাগের পরিচালক জনাব জোশ ডব্লিউ ডিওয়াল্ডের নেতৃত্বে এক উপভোগ্য শিক্ষনীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং এটা আমার জন্য পাথেয় হিসেবে থাকবে। আপি বাস্তবায়নকালে আপনাদের ক্রমাগত সমর্থন ও উৎসাহের জন্য জানাই ধন্যবাদ।

আমি আপি'র কাজ উপভোগ করেছি এবং সকল স্টেকহোল্ডার, সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের সঙ্গে কাজ করার এ চমৎকার সুযোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের (এনএআরএস) অধীন সমস্ত ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে তাদের ক্রমাগত সমর্থনের জন্য। তবে, ইউএসএআইডি'র সমর্থন ছাড়া আপি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। আমি ইউএসএআইডি'র কর্মকর্তাদের সাথে একটি অনন্য সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক গড়েছি এবং আমি আশা করছি বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও এ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে না বরং চলতে থাকবে, এমনকি আপি শেষ হলেও।

আমি আপি'র সকল কর্মকর্তা এবং আইএফডিসি'র ভবিষ্যত সকল প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

ইশরাত জাহাঁ

* * *

গ্রামীণ নারীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এবং দেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। জমি, পানি, ঋন, প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ পেতে সুযোগের অভাব উন্নয়নের প্রতিবন্ধক এবং যা বৃহৎ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান (২০১৪) অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৭ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন এবং তাদের প্রায়

শতকরা ৫০ ভাগই নারী। নারীরা দারিদ্রের বোঝা ভাগাভাগি করলেও সম্পদের উপর তাদের সমান অধিকার নেই। বিশেষ করে, জমি, পানি সম্পদ, ঋন, উৎপাদন উপকরণ, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য মাধ্যমে নারীর অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ খুবই সীমিত। এসকল সম্পদে নারীর অধিকার এবং তাদেরকে সঠিক জ্ঞান প্রদান নিশ্চিত করতে পারলে উৎপাদনের পথ সুগম হবে, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়বে, আয়ের সঠিক সমবন্টন হবে, মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি আসবে এবং এর ফলে অর্থনীতির উন্নতি বৃদ্ধি পাবে। এজন্য ইউএসএআইডি'র ফিড দ্য ফিউচার আপি প্রকল্প এর সকল কর্মকান্ডে নারীকে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক প্রকাশনায় দেখা যায় যে, সম্পদের উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেলে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পরিবারে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে উন্নয়ন ঘটে। বিভিন্ন সমীক্ষার এ সকল ফলাফলে দেখা যায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীর সম্পদের অধিকার সংরক্ষণ ও অন্যান্য সেবা পাওয়ার বিষয়ে কর্মসূচী নেয়া হচ্ছে।

আপি প্রকল্পের প্রারম্ভে প্রতিটি কর্মকান্ডে শতকরা ২০ ভাগ নারী অংশ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আপি'র নারী কৌশলের লক্ষ্য ছিল কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণে স্বীকৃতি পাওয়া, যাতে উৎপাদন উপকরণ, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য ভান্ডারে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পায়। আপি নতুন প্রযুক্তি প্রচার ও প্রসারে নারীর অবদানকে জোরালোভাবে উৎসাহ প্রদান করে এবং প্রকল্প সুবিধা গ্রহণের জন্য নারীকে সমর্থন করে। নারী-পুরুষের সমতা রক্ষার্থে এবং সম্পদ ও সুবিধা সমভাবে পাওয়ার জন্য আপি আদর্শ গ্রাম কার্যক্রমের আতওতায় সামগ্রীকভাবে আদর্শ গ্রামের সূচনা করে। আপি ধান ও সবজি চাষে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। ফলশ্রুতিতে তাদের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিশ্চিত হচ্ছে, সবজির অপেক্ষাকৃত ভালো বাজার মূল্য সম্পর্কে নারীরা বুঝতে পারছেন, এবং গুটি সার তৈরী মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে বানিজ্যিক উন্নয়নে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

যখন একজন নারী প্রকল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন, ধারণা করা হয় যে, তিনি তার অভিজ্ঞতা অন্যান্যদের মাঝে সম্প্রসারণ করবেন, পরিবারিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবেন এবং এ সম্পর্কে পরিবারের অন্যান্যদেরকে জানাবেন যদিও তার পরিবারের প্রধান হতে পারেন তার পিতা বা স্বামী বা ভাই। আপি'র মৌসুম ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনায় ক্রমান্বয়ে প্রকল্প কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমে ২০১২ সালে আউশ মৌসুমে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ২৫ ভাগ, পরবর্তীতে আমন ২০১২, তা বৃদ্ধি করে শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত হয়, এবং বোরো ২০১৩ মৌসুমে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা ৫০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু, মাঠের প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আপি'র প্রধান কার্যক্রম মাটির গভীরে গুটি সার প্রযুক্তির ব্যবহার, শতকরা ১০০ ভাগ প্রশিক্ষিত কৃষক এটা গ্রহণ করছেন না। তবে প্রশ্ন জাগে, উপস্থিতিই কি অংশগ্রহণের প্রতিনিধিত্ব করে? এটা এ কারণে যে, বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ কৃষি পরিবারের প্রধান হচ্ছেন নারী। এজন্য আপি তার কৌশল পরিবর্তন করে প্রকল্প কার্যক্রমে শতকরা ২০ ভাগ নারী অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। তবে সবজি উৎপাদন কার্যক্রমে আপি শতকরা ৯০ ভাগ নারী অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে নারীর সীমাবদ্ধতা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গ্রামীণ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি বহু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়। সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্তর্ভূক্তঃ

- বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত রীতিনীতি;
- নারীকে শুধুমাত্র গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত রাখার প্রবণতা;
- পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে নারী শ্রমিকের কম পারিশ্রমিক;
- নারীর জন্য অপ্রতুল কৃষি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, ফলশ্রুতিতে কৃষিকাজের উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব;
- নারীর জন্য জমি ও ঋণ সুবিধার অভাব/স্বল্পতা;
- বহিঃগমনের ক্ষেত্রে নারীর উপর বিরাজমান সামাজিক এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা; এবং
- পারিবারে পুরুষ সদস্যদের উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা।

আপি প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের উন্নয়ন কৌশল

নারীদের অংশগ্রহণে বাধা বিবেচনা করে আপি যে সকল কলা-কৌশল গ্রহণ করে তাতে আপি এর কর্মকান্ডে নারীর বৃহত্তর অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা পায়। এ সকল কৌশলগুলোর মধ্যে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কৌশলগুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ইতিবাচক পদক্ষেপঃ সকল কার্যক্রমে নারীর অন্তর্ভূক্তির জন্য আপি'র সকল কর্মকর্তাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ[১] গ্রহণ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অঞ্চল-ভিত্তিক প্রচারণা প্রশিক্ষণ পরিচালনার

[১]সকল আপি কর্মকান্ডে শতকরা ২০ ভাগ মহিলা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

জন্য আপি'র জেন্ডার স্পেশালিষ্ট প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি (প্রশিক্ষণ হাত বুক, পোষ্টার) প্রস্তুতির জন্য এবং প্রকল্প কার্যক্রমে অন্তত শতকরা ২০ ভাগ নারীকে অংশগ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে মাঠ কর্মীসহ আপির সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ওরিয়েন্টেশন সেশনের পুরো সময় নারীর অংশগ্রহণ এবং কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পারিবারিক এ্যাপ্রোচঃ কৃষি পরিবারকে আপি'র প্রাথমিক সুবিধাভোগী হিসেবে গণ্য করা হয়। যেখানে নারীদের নির্দিষ্ট কৃষি কার্যক্রম থাকে, সেখানে পরিবারের সকলের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা অংশগ্রহণ করেন এবং সুফল একত্রে ভোগ করেন। আপি স্বামী-স্ত্রী, পিতা-কন্যা ও ভাই-বোনকে তাদের নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী অংশগ্রহণ এবং ভাগাভাগি করতে উৎসাহিত করে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কর্মকান্ডে আপি, সরকার, জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতা এবং কমিউনিটি সভায় নারীদের অংশগ্রহনে সমর্থন প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। এ পদ্ধতি স্বামী, বাবা এবং ভাইদেরকে যথাক্রমে তাদের স্ত্রী, কন্যা এবং বোনদের অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত ও সুফল তাদের সঙ্গে ভাগাভাগির জন্য সমর্থন করতে উৎসাহিত করে।

নারী থেকে নারী পদ্ধতিঃ নারী (এবং তাদের পরিবার) যারা ইতোমধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং উপকারভোগী তাদেরকে প্রকল্পের জেন্ডার ভারসাম্য উন্নয়ন প্রবক্তা হিসেবে দেখা হয়। আপি এসকল নারীদের চিহ্নিত করে এবং কৃষক ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের সমর্থন করে। তারা তাদের গোষ্ঠীর মধ্যে একজন প্রবক্তা এবং অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নির্বাচিত হন, যেন অন্য নারীরা তাদের অনুসরণ করতে পারেন। নারীরা যেন তাদের পরিচিত উদ্যোমী নারী কৃষক এবং উদ্যোক্তাকে চিহ্নিত করতে একে অন্যকে সাহায্য করেন সেজন্য এ সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কমিউনিটি এ্যাপ্রোচঃ আপি জেন্ডার পরিকল্পনায় সম্প্রদায় ভিত্তিক সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ সম্প্রদায়ের দলীয় নেতাগণ আপি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে স্বস্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকলে তা নারীদের অংশগ্রহনের বাধাই শুধু দুর করবে না বরং তারা নারীর অংশগ্রহণের জন্য সমর্থনকারীও হবেন। কৃষি উন্নয়ন এবং সুবিধা অর্জনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে আপি কমিউনিটি পর্যায়ে সভার আয়োজন করে, যেখানে নির্বাচিত নেতাদের সাথে নারী কর্মীদের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। আপি জেন্ডার স্পেশালিষ্ট, আপি নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় সভার আয়োজন করেন, যেখানে মাঠ কর্মী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ (এসএএও) উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, যেন তারা নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে এ ধরণের দলগত সভার আয়োজন করতে পারেন।

জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য নির্ধারিত এসএএও এবং আপি মাঠ কর্মীদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আপি'র কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনার জন্য স্থানীয় স্কুল এবং কলেজে সভার আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের প্রতিটি কার্যক্রমে নারীকে সম্পৃক্ত করার জন্য তাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা (আইসিএম)/সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ক্লাব/কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ (সিআইজি)/ গ্রাম ভিত্তিক সংগঠন (ভিবিও) সদস্যদের অংশগ্রহণঃ নারীরা ইতোমধ্যে আইসিএম এবং আইপিএম ক্লাব, সিআইজি এবং ভিবিও এর সক্রিয় সদস্য। এসব সংগঠনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে একটি সক্রিয় নারী গোষ্ঠীকে প্রকল্প কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। আস্থা এবং সমর্থন প্রক্রিয়া যা ইতোমধ্যে তাদের গ্রুপের মধ্যে বিদ্যমান, আপি সেটাকে কাজে লাগিয়েছে। আপি'র বিভিন্ন কর্মকান্ড, ক্লাব বা তার প্রতিটি সদস্যের জন্য সহজলভ্য করা হয়। জেন্ডার স্পেশালিষ্ট আইসিএম এবং আইপিএম ক্লাব, সিআইজি এবং ভিবিও সদস্যদের সভায় আপি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে এসএএওদের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

গণ সচেতনতামূলক প্রচারণা ঃ সাধারণ জনগণকে স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এবং কৃষিতে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব বোঝাতে আপি কর্মকান্ডে নারীর জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আপি তার সব প্রচারণামূলক উপকরণে, কর্মশালায়, উদ্বুদ্ধকরণ পরিদর্শনে নারীর ভূমিকা তুলে ধরে। চাষাবাদে নারী অংশগ্রহণের ভিডিও উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের নিয়ে আপি জেন্ডার স্পেশালিষ্ট আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। সভায় প্রকল্পের কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তাদের কার্যকলাপ এবং দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হয় এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালায় তাদের অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করানো হয়।

গণ মাধ্যমে প্রচার এবং ঘোষণাঃ আপি প্রকল্পে নারী কৃষক ও নারী উদ্যোক্তা এবং তাদের কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত প্রচার করার জন্য ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াকে উৎসাহিত করা হয়।

নারীর অংশগ্রহণের উপর সাফল্যের কাহিনীঃ কৃষিতে সফল নারীর কাহিনী উদাহরণ হিসেবে প্রচারিত হয়েছে যা অন্য নারীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং কৃষি ক্ষেত্রে নারী যে উপকার করে তা একজন পুরুষ বুঝতে পারেন।

পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সহযোগিতাঃ আপি, নারী নেত্রীদের জন্য পারস্পারিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে ইন্টারেষ্ট গ্রুপের সাথে যোগাযোগ সহজ করেছে। প্রকল্প কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্ততার শতকরা হার এবং তাদের প্রাপ্ত সুবিধাদি দেখতে এ সকল নারীকে প্রকল্প কার্যক্রম নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরবর্তী কার্যক্রমে জড়িত থাকার জন্য উৎসাহিত করা হয়। যে সকল নারী সরাসরি প্রকল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আপি প্রচারিত প্রযুক্তি থেকে সুবিধা পেয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত সুবিধা অন্যদের মাঝে সম্প্রচার করার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদেরকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যেন অন্যরা তাদের মত হতে উৎসাহিত হন। এছাড়াও আপি মাঠ কর্মীরা নির্বাচিত এনজিওদের মাসিক সভায় যোগদান করেন, প্রকল্পের লক্ষ্য ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করা হয়। আপি মাঠ কর্মীগণ এনজিওদের অনুপ্রাণিত করতে প্রচারমূলক লিফলেট ও পুস্তিকা প্রদান করেন যেন তারা ধান উৎপাদন, সবজি চাষ এবং গুটি সার তৈরীর মেশিন ক্রয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তাদের সুবিধাভোগী নারী দলের সদস্যদের সংগঠিত করতে পারেন।

প্রকল্প কর্মকান্ডে নারীর কার্যকলাপ সম্পর্কিত ফেস্টুন ও পোষ্টার তৈরীঃ আপি কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং আপি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি সর্বদা তুলে ধরে। এনজিও/স্থানীয় সভায় ব্যবহারের জন্য ফেস্টুন এবং পোষ্টার আপি জেন্ডার স্পেশালিষ্ট নকশা করেন এবং এগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেন।

কার্যক্রম পরবর্তি ফলো-আপ জরিপ পরিচালনাঃ প্রতিটি ফসল মৌসুম শেষ হওয়ার পর জেন্ডার স্পেশালিষ্ট নারী কৃষকদের আপি প্রযুক্তিতে সরাসরি সম্পৃক্তের শতকরা হার মূল্যায়ন করতে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে একটি জরিপ পরিচালনা করেন। জরিপের সময় এসএএওগণ তাদের নিজ নিজ ব্লক থেকে কৃষকদের শনাক্ত করতে সাহায্য করেন। মূল্যায়ন ফলাফল নিয়ে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করা হয়।

আপি কর্মকান্ডে নারীর অন্তর্ভূক্তি

গ্রামীণ নারীরা আপি'র ২৩টি কর্মসূচীর প্রতিটিতে জড়িত যা নিম্নলিখিত সারণীতে দেখানো হয়েছে। সারণী থেকে দেখা যায়, বিগত ছয় বছরে নারীর উপস্থিতি প্রতিটি কর্মকান্ডে ১ থেকে ১০০ শতাংশ (শুধুমাত্র ডিএই'র[২] সাথে সম্পৃক্ত কর্মকান্ডগুলো এবং সার বিক্রেতা/খুচরা বিক্রেতা এবং গুটি সার তৈরী কারক[৩] ছাড়া)। শতকরা ২০ ভাগের নীচে যে সকল তথ্য দেখা যাচ্ছে তা সার শিল্প, উপজেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অথবা কোন কমিটির সদস্য যারা প্রধানতঃ পুরুষ।

তবে, নারীরা সফলভাবে সবজি উৎপাদনে অংশগ্রহণ করছেন। অনেক সিআইজি গ্রুপ এবং শতকরা ৫০ ভাগ আইপিএম/ আইসিএম এর নারী সদস্যরা আপি কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করেছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মতামত গ্রহণে তাদের প্রভাব বেড়েছে। নারীরা তাদের পরিবারে তাদের লব্ধ জ্ঞান পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শেয়ার করছেন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রভাব রাখছেন।

আপি কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্তির ফলে নারীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

আপি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে নারীরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা অর্জন করছেন। আপি'র কার্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ভোগ্যপণ্য সহজলভ্য হয়েছে, তাদের সামাজিক মূলধন, আস্থা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা কাজের চাপ বৃদ্ধি এবং চলাফেরায় সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করলেও তাদের মতে বাড়ির বাইরের কাজ করতে অসুবিধা হতে পারে বিধায় তারা বাড়ির ভিতরে কাজ করতে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে, গুণাত্বক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীরা পৃথক অধিকার বা বস্তুগত লাভের চেয়ে মূলত তাদের অননুভনীয় পুরস্কার দ্বারা প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ করেন (যেমন তাদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি, পরিবারে অবদান রাখা, শিশুদের মঙ্গলে তৃপ্তি এবং সামাজিক পুঁজি)। আপি প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে নারীদের জন্য

১. নতুন চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
২. সবজি উৎপাদনকে সমন্বিত করে নিবিড় ধান চাষাবাদ বিষয়ে নারী কৃষকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।
৩. সচেতনতা, দক্ষতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র নারী কৃষকদের প্রযুক্তি, বিশেষ করে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তি এবং সুষম সার ব্যবহারের দিকে ধাবিত করেছে।
৪. মাটির গভীরে গুটি সার প্রয়োগ এবং গুটি সার উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ভিত্তিতে এর ব্যবহার সম্পর্কে নারী কৃষক এবং কৃষক গোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

[২] ডিএই কর্মীরা পুরুষ নিয়ন্ত্রিত।
[৩] সার শিল্প পুরুষ নিয়ন্ত্রিত।

৫. গুটি সার উৎপাদন, গুটি সার তৈরীর মেশিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, প্রযুক্তির প্রসার, মুনাফা করতে সহযোগিতা এবং টেকসই বিপণী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষমতা তৈরী করেছে।

৬. কৃষি উন্নয়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নারী-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

৭. সামাজিক চলাফেরার ক্ষমতা এবং পারিবারিক এমনকি সামাজিক অবস্থানও বৃদ্ধি করেছে।

৮. নারীর সক্রিয় সম্পৃক্ততার কারণে পরিবারের শ্রম খরচ সাশ্রয় করতে সাহায্য করেছে।

৯. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

১০. পরিবারের পুষ্টির উন্নতি সাধন হয়েছে।

কার্যক্রম	% নারীর অংশগ্রহণ							
	প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর	পঞ্চম বছর	ষষ্ঠ বছর		
						অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫	জানুয়ারী-মার্চ ২০১৬	এপ্রিল -জুন ২০১৬
সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (ইউডিপি - ডিএই এবং এনজিও)	৯	১০			৯			
সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (এনপিকে - ডিএই এবং এনজিও)			১১	১০				
সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (সবজি - ডিএই এবং এনজিও)			৯	১০				
এসএএও মিটিং		১০	১০	১১	১২	১১	১৫	১১
কৃষক প্রশিক্ষণ (ইউডিপি)	২৩	২৮	৪৮	৩৮	৩৮	১৪	১৬	১৩
কৃষক প্রশিক্ষণ (এনপিকে)			৪৩	৩৬	৩০	২৫	১৭	১৬
প্রদর্শনী এবং ট্রায়ালের জন্য কৃষক ওরিয়েন্টেশন	১৭	২৮	৩৬	৪৬		৭	৯	১৫
মাঠ প্রদর্শনী (ধান)	১৯	২৫	৫০	৪৬	২১	১৮	১১	১৯
মাঠ প্রদর্শনী (সবজি)	৩৯	৯৬	৮৬	৮৪	১৮	১৪	৫৬	২০
ফিল্ড ট্রায়াল (ধান)	১৭	৩২	৫২	৩৮	২৮			
ফিল্ড ট্রায়াল (সবজি)		৯৪	১০০	১০০		৩৩		
মাঠ দিবস	২৮	২৯	৩৮	৩৫	২৩	২৭	২৫	২৮
উদ্বুদ্ধকরণ মাঠ পরিদর্শন (ইউডিপি)	২১	৩০	৪৩	৩৮	১৭	২১	১৮	১৮
উদ্বুদ্ধকরণ মাঠ পরিদর্শন (এনপিকে)				৩৯				
উদ্বুদ্ধকরণ (স্টেকহোল্ডার) কর্মশালা	১৫	১৯	২২	১৯	২	৪		৪
ব্রিকেট মেশিন বিক্রয়	১৩	২০	৩৯	১৭				
গুটি সার প্রস্তুতকারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (ইউডিপি)	৪	৭	১১	৫				১
গুটি সার প্রস্তুতকারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (এনপিকে)			১	১	৮			
ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৪	১৬	১২	১২				
অভিজ্ঞ কৃষকদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা	২০	২৫	৪৪	৩৭	২৯	৩০	৩১	২৬
উন্মুক্ত প্রদর্শনী (ওপেন স্কাই শো)	১৩	১৫	২৬	১৮	১৪	১৫	১১	১৪
খুচরা বিক্রেতা/ ডিলার প্রশিক্ষণ				১	১	১	১	২
খুচরা বিক্রেতা/ ডিলারদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা					১		১	১

* * *